***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 700 - 705*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848*

# মুর্শিদাবাদ জেলার এক বিলুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি : মুসলিম বিবাহ গীতি

নূরজাহান বেগম
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : begamnurjahan224@gmail.com

***Received Date*** *20. 12. 2024*
***Selection Date*** *01. 02. 2025*

***Keyword***
*Muslim wedding songs, Biye Gaouni, Nowsha, Jhumur, Iburo vat, Bibi, Demand.*

## *Abstract*

*An ancient tradition of the Murhidabad district is the Muslim wedding songs. Since time immemorial, Muslim wedding songs have been enriching the folklore and folk culture of this district as well as entire Bengal. The main feature of the Muslim wedding songs in Murshidabad is a special type of folk music conducted and sung by the rural Muslim women of the villages. The singing programme continues for 6-7 consecutive days from 'Gaye Halud to Iburo Bhat'. Once, Muslim wedding songs were the main means of expression of the minds of rural Muslim women folk. Muslim women use to perform different types of songs for spending their leisure time and for entertainment on the occasion of marriages. Rural illiterate Muslim women of the Murshidabad district generally play a one-sided role in promoting and spreading the practice of Muslim wedding songs. Even the listeners of these songs are women. On this occasion, the entry of the men folk of the house are strictly forbidden. Muslim wedding songs are not only melodious, but also reflect the laughter, tears, sorrows, pains and joy that happen in our daily lives. Once, Muslim wedding songs were literally meant the wedding ceremonies and the songs about the bride and the groom. But nowadays Muslim wedding songs are not only limited to wedding related talks and accompaniments, rather this culture of Muslim wedding songs has also been constantly changing over time and according to geographical locations. In keeping with the wedding ceremony, the style of Muslim wedding songs has also changed in different places of the Murshidabad district. Muslim wedding songs of this district are actually one of the mirrors of society and culture. These songs highlight the various sporadic incidents that happen in daily human life. The happiness, sorrow, pain and suffering, social customs, various types of diseases, marital life of girls, social status of women, child marriage and ill effects of child marriage, widowhood, problem of old husband, polygamy of men, extramarital affairs, domestic violence against women, the negative impact of not getting polio vaccination in rural areas, the ill effects* *of not receiving proper education are skillfully and beautifully portrayed through the Muslim wedding songs.*

---

## Discussion

**ভূমিকা :** ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে লোকসংস্কৃতি উৎসব পালিত হয় বহরমপুরের উৎসব মঞ্চে। মুর্শিদাবাদ জেলার জীবন্তী গ্রামের আনন্দ মণ্ডল ও এক্রাম সর্বপ্রথম মুর্শিদাবাদ জেলার মহিলাদের গাওয়া বিবাহ গীতকে অন্তঃপুর থেকে তুলে নিয়ে এসে আপামর বাঙালির কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। আনন্দ মণ্ডল ও এক্রামের নেতৃত্বে একদল কম বয়সী মুসলিম মহিলাদের দল সর্বপ্রথম মুসলিম বিবাহ অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় এমন গান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পালিত লোকসংস্কৃতির উৎসব মঞ্চে গেয়ে শোনায়।[১] নিতান্তই গৃহবধূদের কাছে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে ভরা মঞ্চে গান গাওয়ার পথটা মোটেও সহজ ছিল না। মুর্শিদাবাদ জেলার গোঁড়া রক্ষণশীল মৌলবি তন্ত্র ও মোড়ল গোষ্ঠীর রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করেই অন্তঃপুরের মহিলারা সর্বপ্রথম মঞ্চে গান গেয়েছিল।

**বিষয়বস্তু :** মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে গীত গাওয়ার প্রচলন বহু প্রাচীন। তবে যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই সংস্কৃতির পরিবর্তনও হয়েছে সময়ের সাথে সাথে। উনিশ শতকের পূর্বে গ্রামের মুসলিম মহিলারা নেহাতই শখের বশে বিবাহ অনুষ্ঠানে গীত গাইত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই গানগুলি বাড়ির মহিলারা বংশ পরম্পরায় শুনে শুনে মনে রাখত। তবে এর স্রষ্টা কোনো পুরুষ নয়। পরবর্তীকালে সামান্য লেখা পড়া জানা মহিলারা নেহাতই কৌতূহল বশত বিয়ের গান গুলি খাতায় লিখে রাখতে থাকে। বর্তমান প্রজন্মের কিছু গবেষক এই গানগুলি যত্ন সহকারে সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে।

উনিশ শতকে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন গ্রামে বিয়ে বাড়িতে গান করার জন্য বেশ কিছু মহিলা দল ছিল যারা 'বিয়ে গাউনি' নামে পরিচিত। বিবর্তনের ধারায় যা ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার চুঁয়া (হরিহরপাড়া ব্লক), ভরতপুর মিয়ে পাড়া (ভরতপুর ব্লক), জীবন্তি, জলঙ্গি প্রভৃতি গ্রামে কিছু সংখ্যক বিয়ে গাউনি দল এখনও টিকে আছে। 'বিয়ে গাউনি'রা বিয়েবাড়িতে খাওয়া দাওয়া বা সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিভিন্ন বিবাহ অনুষ্ঠানে গান গেয়ে থাকে।

মুর্শিদাবাদ জেলার দীঘল গ্রামের বাসিন্দা বছর সাতচল্লিশের হারানি বিবি নিজের স্বামীর অত্যাচারে ঘর ছাড়ে। কিছু সময় পরে তার একমাত্র কন্যার মৃত্যু হয়। এই ঘটনা হারানি বিবির ঘুম কেড়ে নেয়। সারারাত জেগে থাকতে থাকতে হারানি বিবির মাথায় নানান ধরণের ভাবনার উদ্রেক হয়। এই কথা বা ভাবনা গুলিই হারানি বিবি সুর করে গুনগুন করে গাইতে থাকে। যা এক অন্য ধরণের গানের রূপ দেয়।[২] প্রথমে সখ করে হারানি বিবি বিনা পারিশ্রমিকে তার কষ্ট ও ভাবনা গুলিকে ঢোল বাজিয়ে গানের আকারে প্রকাশ করত। তার গানের সুর গান গাওয়ার ধরণ দেখে অনেকেই তাকে বিয়েবাড়িতে গান করার জন্য বায়না দিতে থাকে। যা হারানি বিবির ভবিষ্যৎ বদলে দেয়। হারানি পরিচিত হয় 'বিয়েগাউনি হিসেবে'। মুর্শিদাবাদ জেলার গজনিপুর গ্রামের হারানি বিবির গাওয়া বেশিরভাগ গানই যন্ত্রনাময় ও বাস্তব সম্মত। যেমন, বিয়া করো কন্যা খোঁজ খবর লইয়া/ খারাব হাতে পড়লেরে কন্যা/ চোখের জলের বইবেরে বন্যা।[৩] হারানি বিবির এই গানের মধ্য দিয়ে খোঁজ খবর না নিয়ে অপাত্রে বিয়ে হলে তার পরিনাম কি ভয়ঙ্কর হতে পারে তার ইঙ্গিত দেয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার এক একটি এলাকায় এক এক ধরণের বিবাহ রীতির প্রচলন। তাই মুর্শিদাবাদ জেলার বিবাহ গীতও এক এক জায়গায় এক এক রকম। স্থান বিশেষে গানের ভাষা, সুর ও পরিবেশনার মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেখানে মুর্শিদাবাদ জেলার বেশিরভাগ জায়গায় বিয়ের দিন গীত গাওয়া হয় না, সেখানে বাংলাদেশ লাগোয়া লালগোলা, ভগবানগোলা, জলঙ্গী প্রভৃতি অঞ্চলে বিয়ের দিনে বর আসার আগে থেকে বর আসা পর্যন্ত বিয়ের গান গাওয়াটাই চিরাচরিত ঐতিহ্য। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যান্য জায়গায় সাধারণত বিয়ের প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকে বিয়ের আগের দিন পর্যন্ত বাদ্য সহকারে বিয়ের গান গাওয়া হয়।

বর বা কনের গায়ে হলুদ (অর্থাৎ হলুদ মাখানো) ঠেকানোর সময় মহিলারা দল বেঁধে সুর করে গেয়ে ওঠে আজ কন্যার গায়ে হলুদ কাল কন্যার বি (ছেলের বিয়ে হলে বলা হয় নওশা বা ছেলি)/ বাপের বাড়ি ছেড়ে কন্যা যাবে নতুন বাড়ি (ছেলে হলে বলা হয় মায়ের লেগিন আনবি ছেলি নতুন ঝি)। এই কথার মধ্য দিয়ে বিয়ের পর মেয়েদের বাবার বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার চিরাচরিত প্রথাকে মনে করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ছেলের বৌ মানেই শ্বশুর বাড়ির বিনা পয়সার কাজের লোক, এই প্রচলিত ধারণাকেই প্রকাশ করা হয় গানের মাধ্যমে।[৪] বিয়ের একদিন আগে মাথায় তেল ঢালা (মাথায় তেল ঢালার অর্থ হল বিয়ের একদিন আগে, আবার কোথাও বিয়ের আগের দিন দুপুর বা সন্ধ্যে বেলা পাত্রপাত্রীকে একটি ছোট্ট জলচৌকির উপর বসিয়ে তার মাথায় তেল ঢেলে দেওয়া হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী সেই তেল বর বা কণের মাথা থেকে মুছে নিয়ে যদি কোন অবিবাহিত যুবক যুবতী নিজের মাথায় মাখে তাহলে তার তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায়। তেল ঢালা অনুষ্ঠানে তাই সধবাদের পাশাপাশি গ্রামের যুবক যুবতীদের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়)। তেল ঢালার সময় সাত জন সধবা মহিলা ও চার জন অবিবাহিত যুবতী বর বা কণের চারিদিকে গোল করে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে মহিলা দল সুর করে গায়, তেল ঢালো হে সই রাজকন্যার মাথাতে/ সেই তেলের গন্ধে দেমান্দ (বর) হবে গো মাতোয়ারা/ তেল ঢালো হে সই রাজকন্যার মাথাতে/ মাথা করো ঠাণ্ডা/ ঠাণ্ডা মাথাতে কন্যা করবে সবার মন জয় গো। (ছেলের বিয়ে হলে গানের কথাগুলি একটু পাল্টে যায়। যেমন, তেল ঢালো হে সই নওশার মাথাতে/ সেই তেলের গন্ধে বিবি (বউ) হবে গো মাতোয়ারা/ তেল ঢালো হে সই নওশার মাথাতে/ মাথা করো ঠাণ্ডা/ ঠাণ্ডা মাথাতে নওশা করবে শালির মন জয় গো)।[৫] এই বিবাহ গীতের মাধ্যমে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য উদ্ভাসিত হয়। সেটি হল বিয়ের আগে বর বা কণে উভয়ের মনেই নতুন জীবন নিয়ে চিন্তার উদ্রেক হয়। মাথায় তেল দিলে মাথা ঠাণ্ডা হয়। তাই বিয়ের আগে তেল ঢালা অনুষ্ঠানটি করা হয়। ঝুমুর খেলা (বিয়ের আগের দিন বর বা কনেকে ছোট চৌকি বা জলচৌকিতে বসিয়ে তা মাঝখানে রাখা হয় এবং বর বা কনেকে ঘিরে বিজোড় সংখ্যার সধবা মহিলারা মাথায় ডালা নিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে থাকে নিজের কণ্ঠে গান গেয়ে)। ঝুমুর খেলার সময় গাওয়া হয় আজ ঝুমুর খেলবরে সই (এই অনুষ্ঠানটি আগেকার দিনের যৌথ পরিবারকে নির্দেশ করে)। ক্ষীর খাওয়া (চাল, চিনি ও দুধ সহযোগে রান্না), থুবড়ো খাওয়া বা থাল খাওয়া (আইবুড়ো ভাত) আলমতলায় (বিয়ের মণ্ডপ) যাওয়া, জলভরা, বর আসা, কন্যা বিদায় প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মেয়েরা গান গেয়ে থাকে। মুসলিম বাবাহগীতি মানে যে শুধুই মজা ও হৈ হুল্লোড় তা নয়। এই গীতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের মেয়েদের সুখ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, বৈবাহিক জীবন, মেয়েদের সামাজিক অবস্থান, তাদের বৈধব্য জীবন, স্বামী ও শাশুড়ির অত্যাচার, পরকীয়া, বহুবিবাহ প্রভৃতিও নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়।[৬]

মুর্শিদাবাদ জেলার চুঁয়া পাঠান পাড়ার বিবাহ রীতি একটু ভিন্ন। বিয়ের তিনদিন আগে ছেলে বা মেয়ের গায়ে হলুদ দেওয়ার আগে বাসর সাজানো হয়। বাসর সাজানোর অর্থ হল ছেলে বা মেয়েকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে খেজুর পাতার তৈরি একটি রঙিন পাটি নিয়ে চার জন মহিলা বর বা কনের চারপাশে ৭ বার ঘোরে। তারপর মা প্রথম মেয়ে বা ছেলের কপালে হলুদ ঠেকায়। মায়ের হলুদ ঠেকানোর সাথে সাথে মহিলারা সুর করে গেয়ে ওঠে, হলুদ বাঁটো হে রাঙা বৌ/ দামাদকে মাখাবো/ দামাদকে হলুদ মাখাতে ৫০০ টাকা লিব। এই গানের মাধ্যমে ছেলেকে হলুদ মাখিয়ে খুশি করে ছেলের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার প্রথাকে বোঝানো হয়। মেয়েকে হলুদ মাখানোর সময় গাওয়া হয়, হলুদ বাঁটো হে সই/ আমি মাখব রে আজ/ আমি নিব রে সই এমন দেমান্দ/ হেঙ্কে মাজা (পাতলা কোমর), লম্বা কুঁচা/ মুঠেই ধরবে রে মাজা/ হলুদ বাঁটো হে সই/ আমি মাখব রে আজ। এই গানের মাধ্যমে মেয়ের বিয়ের জন্য সুদর্শন পাত্র কামনা করা হয়েছে। পাত্রের রূপের বর্ণনা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে পাতলা কোমর, লম্বা চোখ। পাতলা কোমর ঠিক এতটাই পাতলা যা হাতের মুঠোয় ধরা যাবে। অর্থাৎ রূপ শুধু মেয়েদের দেখা হয় তা নয়, ছেলেদেরও দেখা হয়।[৭]

চুঁয়া গ্রামের খাঁ সম্প্রদায়ের ফকিরদের বিয়েতে সিঁদুর দান এবং শুভদৃষ্টিও হয়। যা অন্যান্য মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা যায় না। হিন্দু ধর্মের ন্যায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী খাঁ দের বিবাহ অনুষ্ঠানে বর নব বধূকে প্রথমে সিন্দুর পরিয়ে দেয়। মেয়েরা স্বামীর মঙ্গল কামনা এবং আয়ু বৃদ্ধির জন্য সিঁদুর পরে। কিন্তু বর্তমানে ইসলাম ধর্মের রক্ষণশীলতার জন্য এই নিয়মের অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। এখন শুধুমাত্র বিয়ের দিন নব বধূ সিঁদুর পরে। তারপর সামাজিক অশান্তির

ভয়ে সিঁদুর পরাকে এড়িয়ে চলে। খাঁ সম্প্রদায়ের ফকিরদের শুভদৃষ্টি হিন্দু ধর্মের থেকে একটু আলাদা। হিন্দু ধর্মে যেখানে পানপাতা দিয়ে মেয়েরা মুখ ঢেকে রাখে এবং পানপাতা সরিয়ে সরাসরি বর-বৌ উভয়েই উভয়কে দেখে। কিন্তু চুঁয়ার ইসলাম ধর্মাবলম্বী খাঁ সম্প্রদায়ের ফকিরদের বিয়েতে শুভদৃষ্টি হয় আয়নার মাধ্যমে। একটি আয়না বর এবং কনের মাঝখানে রাখা হয় এবং সেই আয়নাতে বর বৌ উভয়ে উভয়ের মুখ দেখে।[৮]

বিয়ে বাড়িতে গান করতে গিয়ে যখন বিয়ে গাউনিদের দীর্ঘক্ষণ জল এবং খাবার খেতে দেয় না বা ভালো করে তরি তরকারি দেয় না এবং খাতির যত্ন করে না তখন ব্যাঙ্গ করে বিয়ে গাউনিরা গেয়ে ওঠে আফুলে অ্যাঁওলা/ কোন ঠ্যাঁটা বাড়ির বিহারে/ ভাতেরই ছড়াছড়ি তাও ভাতের পাশে নাই তরকারি/ আফুলে অ্যাঁওলা/ কোন ঠ্যাঁটা বাড়ির বিহারে।[৯]

বিবাহ গীতের মাধ্যমে পণপ্রথা ও পাত্রের দোষ ত্রুটিকেও বোঝানো হয়। যেমন ‘দিবনা দিবনা বেটি মাতাল জামাইকে/ জনম যাবেরে বেটির মদের বোতল যুগাইতে’।[১০] এই গানের মাধ্যমে মেয়েকে সৎ পাত্রের সাথে বিবাহ দেওয়া এবং মদ্যপ পাত্রের সাথে মেয়ের বিয়ে দেওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। মাগো মা সইতে পারি না আর ঐ সতীনের বাহার/ আমি থাকি গলা পেতে সতীনের গলায় সীতা হার/ মাগো মা সইতে পারি না আর ঐ সতীনের বাহার/ আমি থাকি খালি কাঁখে সতীনের ছেলের গলে পুষ্প হার।[১১] এই গীতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের পুরুষদের বহুবিবাহ এবং একটি পত্নীর প্রতি দুর্বলতা এবং তাতে অন্য পত্নীদের অসহায়ত্ব ও দুঃখ যন্ত্রণাকেই তুলে ধরা হয়েছে। সেই সাথে এই বিবাহ গীতের মাধ্যমে একদিকে নিঃসন্তান রমণীর যন্ত্রণা এবং অপরদিকে সন্তানের জন্ম দিতে পারায় অপর বধুর আদর ও আতিশয্য ফুটে উঠেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বাল্যবিবাহ বহুল প্রচলিত। তাই মুর্শিদাবাদ জেলায় কম বয়সী বা নাবালিকার সঙ্গে মাঝবয়সী বা বৃদ্ধের বিবাহ অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যপার। বিয়ে গাউনিরা তাই বাল্য বিবাহ নিয়েও নানা রকম গান বেঁধেছে। তার মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি গান হল ‘ও মা টি মা দেখ আমার বুড়ু বাঁচে কিনা/ আমার বুড়ু খেতে চেয়েছে পুঁই।/ পুঁই টুঁই খেয়ে বুড়ু করে সাঁই সুঁই’।[১২] এই গানের মধ্য দিয়ে কম বয়সী মহিলার বয়স্ক স্বামী নিয়ে সংসার ও বিড়ম্বনার চিত্র ফুটে উঠেছে। অল্পবয়সী মেয়ের বুড়ো বরকে দেখে ভয় পাওয়া নিয়ে বিয়ে গাউনিরা গান বেঁধেছে ‘মাগো মা বুড়াকে দেখে লাগে ডর/ বুড়ার গলায় নাই কোন স্বর/ বুড়া শুধু করে ঘড়ঘড়।[১৩] এই গানের মাধ্যমে নাবালিকা বধূর সঙ্গে অশীতিপর বৃদ্ধের বিবাহ এবং তাকে নিয়ে নাবালিকার সংসার করার যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। বৃদ্ধ বয়সে ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঠাণ্ডা লাগলে গলার স্বর পাল্টে যায় এবং অনেক সময় গলা দিয়ে ঘড়ঘড় করে এক ধরণের শব্দ বের হয়। এই শব্দের সঙ্গে নাবালিকার পরিচয় না থাকা এবং তাতে ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যপার।

‘শাশুড়ি আমার যেমুন তেমুন মা/ স্বামী গলার মালা/ দেওর আমার যেমুন তেমুন মা/ স্বামী মাথার তাজ’।[১৪] এই গানের মাধ্যমে গ্রামীণ বধূর তার স্বামীকে প্রাধান্য দেওয়া এবং শাশুড়ি ও দেবরকে গুরুত্ব না দেওয়ার কথা ফুটে উঠেছে। ‘বারো বছরে বিয়ে হলে/ হবে নানা যন্ত্রণা।/ মেয়ের অনুমতি ছাড়া মুসলিম বিয়ে হবে না’।[১৫] এই গানের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের কুফল এবং বিবাহে মেয়েদের মতামতের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। ভরতপুর মিরে পাড়ার ৭৫ বছরের বৃদ্ধা ওলেমা বেওয়া, সাবেরা বিবি, তকিরা বিবি, তৈয়বা বিবি, হানিফা বিবি, কালোজিরে বিবি, অঞ্জুরা বিবি প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে একটি গানের দল তৈরি করেছে। এদের গানে বৈধব্য যন্ত্রণা, বাল্যবিবাহ, পুলিশ কেশ, শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার, সামাজিক নিপীড়ন প্রভৃতি ভীষণভাবে ফুটে ওঠে। ‘তুমি সুহাগন নারী/ স্বামী আছে বেঁচে, তাই তুমি রাজরানী/ স্বামী মরলে গো কালকে, তুমি হবে ভিখারিনী’।[১৬] এই গানের মাধ্যমে বিধবা হওয়ার পর সমাজে মেয়েদের অবস্থা এক নিমেষেই কিভাবে বদলে যায় তা তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ গৃহবধূদের স্বামী মারা যাওয়ার সাথে সাথেই তাদের জীবন থেকে সমস্ত চাওয়া পাওয়া, মান সম্মান সব হারিয়ে যায়। এই ঘটনাকেই রাতারাতি রাজরানী থেকে ভিখারিনী হয়ে যাওয়া বুঝিয়েছে। অনাদি কাল থেকে বৈধব্য জীবনের দুর্দশা যেন স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবেই বিদ্যমান।

মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামীণ মেয়েদের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হল বিড়ি বাঁধা। বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করার পর অবসর সময়ে গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মহিলারা দল বেঁধে বিড়ি বাঁধতে বসে। স্বভাবতই মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামে বসবাসকারী দরিদ্র পরিবারের মহিলারা অত্যন্ত পরিশ্রমী হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার পরিশ্রমী মহিলাদের নিয়ে বিয়ে গাউনিরা

গান বেঁধেছে, ভাত দেয় না ভাতারে/ ভাত দেয় গতরে/ দ্যামাক দেখাস না ভাতার/ খাব না তর ভাত/ যেইরো খাটাব গতর, সেইরো পাব ভাত। এই কথার মধ্য দিয়ে পরিশ্রমী মহিলার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ফুটে উঠেছে। সংসারে অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও যখন স্বামী অহংকার দেখায় তখন গ্রামের খেটে খাওয়া মহিলারা নির্দ্বিধায় বলতে পারে তোমার অহংকার সহ্য করব না, আমি পরিশ্রম করতে পারি এবং পরিশ্রম করেই খাই এবং নিজের টা নিজেই করে নিতে পারব।[১৭] বিড়ি বাঁধতে জানা মহিলাদের নিয়ে বিয়ে গাউনিরা গায়, বাঁধতে জানি বিড়ির পাক/ খাব না আমি ভাতারের ভাত। এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীল মেয়েদের আত্মমর্যাদার কথা ফুটে উঠেছে। বিড়ি বাঁধতে জানা মহিলারা সারা মাসে যা রোজগার করে তা কোনমতে তাদের নুন ভাতের জোগান হয়ে যাবে।[১৮] এই কথা মাথায় রেখে বিয়ে গাউনিরা বিড়ি শ্রমিকদের স্বামীর অত্যাচার সহ্য না করে নিজের মত চলার নিদান দিয়েছে।

বিয়ে গাউনিরা বিয়ে বাড়িতে বিভিন্ন মজার সম্পর্ক যেমন বেয়াই, বেয়ান, দেওর, নন্দাই এদের নিয়েও বিভিন্ন গান করে থাকে। চুঁয়ার বিয়ে বাড়িতে শোনা নন্দাইকে নিয়ে বাঁধা এমন একটি গান হল, আষাঢ় মাসের রথের মেলায়/ যাব নন্দু সাঁঝের বেলায়/ ঐ আমার নেশাতে ঢুলু ঢুলু আঁখিরে/ আমার নন্দু দিয়েছেরে পাগলা কার দোকানের মদ/ সেই দোকানের মদ খেয়ে আমি ঢুলে ঢুলে পরি।[১৯] এই গানের মাধ্যমে নন্দাই এর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা ও মজার সম্পর্ককে তুলে ধরা হয়েছে। দেওরকে নিয়ে মজা করে গাওয়া একটি গান হল, ভাদুর মাসের ভেদরে বানে/ লা ভেসেছে নবাবের গাঙে/ ঐ আমি লায়ে চেপে/ বেরা ভাসা দেখবরে পাগলা দেওরের সাথে।[২০] মুর্শিদাবাদ জেলা গঙ্গার তীরে অবস্থিত। তাই এখানে বন্যা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। তবে মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গার তীরবর্তী বেশিরভাগ গ্রামেই বন্যা হয় ভাদ্র আশ্বিন মাসে। ইতাহাস সমৃদ্ধ মুর্শিদাবাদ জেলার চিরাচরিত একটি ঐতিহ্য হল বেরা ভাসানো। ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে মুর্শিদাবাদের ভাগীরথীতে বেরা ভাসান অনুষ্ঠান হয়। এই গানের মাধ্যমে ভেদরে বান বলতে ভাদ্র মাসের বন্যাকে বোঝানো হয়েছে। লা অর্থাৎ নৌকা। নৌকায় করে দেওরের সঙ্গে বেরা ভাসান বা মেলাতে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করা হয়েছে।

বিয়ে বাড়ির গীত মানে শুধুই যে ছেলে বা মেয়েদের বিভিন্ন অনুভূতি, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, রীতি নীতি তা নয়। চুঁয়া পাঠান পাড়ার সায়রা বানু তার চোখে দেখা বিভিন্ন ঘটনা এবং নিজের কানে শোনা কিছু কথাকে গানের রূপ দিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিয়ে বাড়িতে ঢোল বাজিয়ে বা তালি সহযোগে পরিবেশন করে থাকে। রুকনপুরের এক সময়ের প্রতিষ্ঠিত মুদি দোকানি সুরেন মণ্ডল অতিরিক্ত মদের নেশায় আজ সর্বস্বান্ত হয়ে পথের ভিখারি। সায়রা বানু সুরেন বাবুকে নিয়ে গান বেঁধেছে, আগে ডাকত সুরেন বাবু/ এখন দাকে সুরনা রে/ মদের দৌলতে গেল মুদিখানা/ সুরেন শুন শুনরে বাড়ি, গাড়ি, টাকা, পয়সা সবকিছু তোর ছিল/ মদের দৌলতে সবই হল খুন।[২১]

**উপসংহার :** যেসমস্ত বাড়িতে মেয়েরা নিজেরাই গান করে সেখানে এই দলগুলি অপ্রয়োজনীয়। সাধারণত বাড়ির ভেতর বাড়ির ও প্রতিবেশী মহিলারাই বিয়ের গান গেয়ে থাকে। ঢোল বাজিয়ে আবার কোথাও তেলের টিন বাজিয়ে গীত করার পাশাপাশি কোথাও কোথাও মহিলারা তাল ও সুর মিলিয়ে নৃত্য পরিবেশনও করে। ঢোলগুলিও মহিলারাই বাজিয়ে থাকে। তবে এই সমস্ত মহিলাদের প্রথাগত প্রশিক্ষণ কখনই ছিল না, আর আজও নেই। সবটাই তাদের নিজস্ব তালজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রসূত। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। অন্তঃপুরে অনুষ্ঠিত এই গানের অনুষ্ঠানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষরা নিতান্তই ব্রাত্য। তাই এই গানের অনুষ্ঠানে মেয়েরা একটি নিজস্ব পরিসর পায়। যেখানে তারা খোলামেলা ভাবে গান, নাচ ও কাপ (অভিনয়) প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজের নিজের পারদর্শিতা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ করতে পারে। মেয়েদের এই পারদর্শিতা শুধুমাত্র অন্তঃপুরেই সীমাবদ্ধ। অন্তঃপুরের ভেতরে গাওয়া গান লোকাচারের অংশ হিসেবে বাইরের জগতে শুধুমাত্র একটি শিল্পধারা হিসেবে প্রকাশ করতে চাওয়ায় আছে পুরুষতন্ত্রের বাধা।

মুসলিম হাদিস অনুযায়ী বিবাহ আসরে গান বাজনা করা নিষিদ্ধ। তাই শরীয়তপন্থীরা বিয়ের আসরে গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তথাপি বর্ধমান জেলা লাগোয়া সালার, ভরতপুর প্রভৃতি জায়গা সহ মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকাতে এখনও বিবাহ গীত কিছুটা হলেও চলছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও পরিবর্তনশীল। বর্তমানে হিন্দি গানের সুর ও তালের দাপটে ফিকে হয়ে পড়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলিম ঘরানার বিয়ের গানের শিল্পীরা। আধুনিক প্রজন্মের কাছে তাই ক্রমাগত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে মুসলিম বিয়ের গান। আধুনিকতার জোয়ারে বিলুপ্তির পথে হাঁটতে শুরু করেছে মুর্শিদাবাদের

একটি উল্লেখযোগ্য লোকসংস্কৃতি। উৎসব মঞ্চে এই শিল্পীদের কিছুটা কদর থাকলেও পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে এবং সমাজে ভীষণভাবে অবহেলিত।[২২] কিছু গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের মুসলিম মহিলারা এই বিবাহ গীতকে বর্তমানে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও নতুন প্রজন্ম এই পেশায় আসতে মোটেও ইচ্ছুক নয়। তার প্রধান কারণ হল পারিশ্রমিক। বিয়ে গাউনিরা যে পরিমাণ অর্থ বিয়ের গান করে রোজগার করে তার পরিমাণ অতি সামান্য। সেই সামান্য পরিমাণ অর্থ দিয়ে হাত খরচ চালানো গেলেও সংসার চালানো সম্ভব নয়। সংসার চালাতে গেলে বিয়ে গাউনিদের অবশ্যই বিকল্প অর্থ সংস্থানের পথ দরকার। বিড়ি বেঁধে বা চুল ছাড়িয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামীণ মহিলারা বরং বিয়ে গাউনিদের থেকে বেশি অর্থ রোজগার করতে পারে। উপরন্তু বিয়ে গাউনিরা সামাজিক মর্যাদাটুকুও পায়না।[২৩] তাই অধুনা মুর্শিদাবাদ জেলার একটি ঐতিহ্য মুসলিম বিয়ের গান ক্রমাগত হারিয়ে যেতে বসেছে। তবে আশার কথা এই যে, এই বিলুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য বর্তমানে এদের গান রেকর্ড করে রাখার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বিভিন্ন ইউটিউবার ও ক্যাসেট কোম্পানিগুলির মধ্যে। যার ফলে হয়ত দেখা যাবে অদূর ভবিষ্যতে বিয়ে গাউনি হিসেবে কোন পেশা বা দল না থাকলেও গানের অস্তিত্বগুলি স্বমহিমায় টিকে থাকবে যতদিন তার গ্রহণ যোগ্যতা থাকবে।

## Reference:

১. মালিনী ভট্টাচার্য ও সোমা মুখোপাধ্যায়, *মুসলিম মেয়েদের বিয়ের গান*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা, পৃ. ১
২. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫
৩. সাক্ষাৎকার : হারানি বিবি, গজনিপুর গ্রাম, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
৪. সাক্ষাৎকার : রোকেয়া বিবি, চুঁয়া পাঠান পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
৫. সাক্ষাৎকার : রুবিনা বিবি, চুঁয়া পাঠান পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
৬. ক্ষেত্রসমীক্ষা - মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন বিয়ে বাড়ি
৭. সাক্ষাৎকার : সায়রাবানু, চুঁয়া পাঠান পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
৮. ক্ষেত্রসমিক্ষা : চুঁয়া, নতুন পাড়া ,বিয়ে বাড়ি , ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
৯. সাক্ষাৎকার : রায় বিবি, চুঁয়া, পাঠান পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
১০. সাক্ষাৎকার : তামান্না খাতুন, সালার, ব্লক ভরতপুর ২, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১১.০৯.২০২২
১১. সাক্ষাৎকার : আকলিমা বিবি, রতনপুর, ব্লক বেলডাঙ্গা ১, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ০৭.০৩.২০১৯
১২. সাক্ষাৎকার : ওলেমা বিবি, ভরতপুর ব্লক ভরতপুর ২, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১১.০৯.২০২২
১৩. সাক্ষাৎকার : নাড়ু বিবি, মালিহাটি তালিবপুর, ব্লক ভরতপুর ২, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১২.০৯.২০২২
১৪. সাক্ষাৎকার : চুমকি খাতুন, ভরতপুর, ব্লক ভরতপুর ২, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১১.০৯.২০২২
১৫. সাক্ষাৎকার : ওলেমা বিবি, ভরতপুর, ব্লক ভরতপুর ২, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১১.০৯.২০২২
১৬. সাক্ষাৎকার : ওলেমা বিবি, ভরতপুর, ব্লক ভরতপুর ২, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১১.০৯.২০২২
১৭. সাক্ষাৎকার : আসেরা বিবি, চুঁয়া, নতুন পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
১৮. সাক্ষাৎকার : ফিরোজা বিবি, পাঠান পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
১৯. সাক্ষাৎকার : রেজা বিবি, চুঁয়া, নতুন পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
২০. সাক্ষাৎকার : জরিনা বিবি, চুঁয়া, পাঠান পাড়া, ব্লক হরিহরপারা, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
২১. সাক্ষাৎকার : সায়রাবানু, চুঁয়া, পাঠান পাড়া, ব্লক হরিহরপারা ব্লক, মুর্শিদাবাদ, তারিখ : ১৪.১১.২০২৪
২২. তদেব
২৩. তদেব